রাজশাহী ওয়াসার পানি অভিকর বৃদ্ধির প্রচারণা কার্যক্রমে বিভিন্ন জাতীয় ও দৈনিক পত্রিকাসমূহে প্রকাশিত খবর

দেশ রূপান্তর

সোমবার, ২৬ জুলাই, ২০২১

রাজশাহীতে বাড়ছে পানির বিল

আহসান হাবীব অপু, রাজশাহী

রাজশাহী ওয়াসা কর্তৃপক্ষ শহরে পানি সরবরাহ কার্যক্রম ঢেলে সাজাচ্ছে। বাড়ি বাড়ি খাবার উপযোগী পানি পৌঁছে দিতে পাইপলাইন সংস্কার করছে। এ কার্যক্রম শেষে নগরবাসীর বিশুদ্ধ পানির চাহিদা পূরণ হবে। তবে এজন্য গুনতে হবে বাড়তি বিল। শিগগিরই এ সংক্রান্ত ঘোষণা আসতে পারে।

রাজশাহী ওয়াসা কর্তৃপক্ষের দাবি, এখানে পানির বিল তুলনামূলক কম। পানি উত্তোলন করতে যে খরচ হয়, তার চেয়েও কমে সরবরাহ করা হয়। বর্তমানে প্রতি হাজার লিটার পানি উত্তোলন, পরিশোধন ও সরবরাহে ৮ টাকা ৯০ পয়সা খরচ হয়। অথচ প্রতি হাজার লিটার পানির বিল ২ টাকা ২৭ পয়সা নেওয়া হচ্ছে। পানি সরবরাহ ও সেবার মান বাড়ানোর লক্ষ্যে শিগগিরই বিল বাড়ানো হতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

রাজশাহী ওয়াসার তথ্যমতে, নগরবাসী আগে সিটি করপোরেশনের পানি শাখার মাধ্যমে নিজেদের চাহিদা মেটাতেন। ২০১০ সালের ১ আগস্ট প্রতিষ্ঠা হয় রাজশাহী ওয়াসা। এরপর থেকে ১০৩টি গভীর নলকূপের মাধ্যমে পানি উত্তোলন করে পরে তা পাইপলাইনের মাধ্যমে সরবরাহ করছে তারা। এসব নলকূপ থেকে দিনে গড়ে ৯ কোটি লিটার পানি উত্তোলন এবং তা প্রায় ৭১২ কিলোমিটার পাইপলাইনের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়।

এ ছাড়া ২০১৫ সালে পদ্মা নদীর পানি শোধন করে বাড়ি বাড়ি সরবরাহের উদ্যোগ নেয় ওয়াসা। ২০১৮ সালে একনেকে একটি প্রকল্প অনুমোদন হয়। ওয়াসার এ পানি শোধনাগার নির্মাণে আর্থিক সহায়তা দেবে চীনের হুনান কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড। গত বছর ২১ মার্চ রাজশাহী ওয়াসা ও চীনের হুনান কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেডের মধ্যে একটি চুক্তি হয়। ৪ হাজার ৬২ কোটি টাকার এ প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে দিনে ২০ কোটি লিটার বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা সম্ভব হবে। প্রকল্পে ২ হাজার ৭০০ কোটি টাকা ঋণ দেবে হুনান কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড। রাজশাহী শহর থেকে প্রায় ২৬ কিলোমিটার দূরে গোদাগাড়ী উপজেলার সারাংপুরে শোধনাগার স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। এরই মধ্যে সেখানে প্রায় ৯৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫২ একর জমি অধিগ্রহণের কাজ শেষ হয়েছে।

রাজশাহী ওয়াসার প্রধান প্রকৌশলী পারভেজ মামুদ বলেন, 'সারাংপুরে পদ্মা নদীর পানি শোধন করে ওয়াসার পাইপলাইন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সরবরাহ করা হবে। পানির মান ঠিক রাখতে পাইপলাইনে কিছু সংস্কার করা হবে। চার বছরের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ হলে শহরের শতভাগ পানির চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে।' তিনি আরও বলেন, 'বর্তমানে প্রতি হাজার লিটার পানির উৎপাদন খরচ পড়ে প্রায় ৯ টাকা। পদ্মা নদীর পানি শোধন করে সরবরাহে খরচ আরও কিছুটা বাড়বে। বিপরীতে এখন প্রতি হাজার লিটার পানির জন্য গ্রাহকের কাছ থেকে ২ টাকা ২৭ পয়সা নেওয়া হয়। ঢাকা ও চট্টগ্রামে পানির এ বিল আবাসিকে ১২ থেকে ১৪ টাকা এবং বাণিজ্যিকে ৩০ থেকে ৪০ টাকা।'

রাজশাহী ওয়াসার উপব্যবস্থাপনা পরিচালক তুহিনুর আলম বলেন, 'নদীর পানি শোধন করে ৪৮ কিলোমিটার পাইপলাইনের মাধ্যমে মহানগরীর পাশাপাশি পাশের তিনটি পৌরসভায় সরবরাহ করা হবে। এ জন্য চীনের একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে। পানি শোধনে বাড়তি খরচ হবে। এ জন্য পানির বিলও কিছুটা বাড়তে পারে। এটি মেনে নিয়েই নগরবাসীকে আমাদের সঙ্গে চলতে হবে। এখনই নয়, করোনা মহামারী কাটিয়ে উঠলে কিছুটা হলেও পানির বিল বাড়ানো হবে।'

ওয়াসা

৯ টাকা খরচের পানি বিক্রি ২ টাকায়

পদ্মা নদীর পানি সরবরাহে হচ্ছে শোধনাগার

নগরবাসীকে বাড়তি দাম মানিয়ে চলতে হবে : উপব্যবস্থাপনা পরিচালক

Like Sign Up to see what your friends like.

আমাদেরসময়

ভূ-উপরিস্থ পানি শোধনে যাচ্ছে রাজশাহী ওয়াসা

আমজাদ হোসেন শিমুল, *রাজশাহী* ●

গ্রাহকদের নিরাপদ-সুপেয় পানি সরবরাহ করা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে রাজশাহী ওয়াসার। তার ওপরে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে পানিতে আয়রনসহ কিছু ক্ষতিকর পদার্থ। যার কারণে পানি বিশুদ্ধ করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে। এ ছাড়া ভূ-গর্ভস্থ পানির ক্রমান্বয়ে তলানিতে নামছে। এমন সংকট থেকে মুক্তি পেতে ভূ-উপরিস্থ পানি শোধনের পথেই হাঁটছে ওয়াসা। এ জন্য ইতোমধ্যেই ৪ হাজার ১৫০ কোটি টাকার 'রাজশাহী ওয়াসা ভূ-উপরিস্থ পানি শোধনাগার' শীর্ষক প্রকল্প হাতে নিয়েছে রাজশাহী ওয়াসা। এ প্রকল্পের আওতায় পদ্মার পানি বিশুদ্ধ করে পাইপলাইনের মাধ্যমে সরবরাহ করা হবে নগরী ছাড়াও জেলার গোদাগাড়ী, কাটাখালী এবং নওহাটা পৌরসভায়। ফলে আয়রন ও কেমিক্যালমুক্ত নিরাপদ পানি পাবেন ওয়াসার লাখ লাখ গ্রাহক।

বিষয়টি নিশ্চিত করে রাজশাহী ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) জাকীর হোসেন জানান, গত বছরের ১১ সেপ্টেম্বর এ প্রকল্পের উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) অনুমোদন হয়। পরে একনেকেও প্রকল্পটি পাস হয়। প্রকল্পের কাজ শেষ হলে রাজশাহীর পানির সমস্যা আর থাকবে না। পাশাপাশি ভূ-উপরিস্থ পানি শোধন করে পানযোগ্য করে তোলার কারণে ভূ-গর্ভস্থ পানির ওপরেও চাপ কমবে।

রাজশাহী ওয়াসা সূত্র বলছে, রাজশাহী সিটি করপোরেশনভুক্ত এলাকার জন্য ২০১০ সালের ১ আগস্ট ওয়াসা প্রতিষ্ঠিত ■ এরপর পৃষ্ঠা ৯, কলাম ৬

ভূ-উপরিস্থ পানি

(শেষ পৃষ্ঠার পর) হয়। পরের বছরের ১০ মার্চ থেকে রাজশাহী ওয়াসা কার্যক্রম চালু করে। তখন নগরীর ৩০ ওয়ার্ডের ১০৪ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় ৫৬টি গভীর নলকূপের মাধ্যমে পানি সরবরাহ করেছিল ওয়াসা। বর্তমানে ওয়াসা জনসংখ্যাভিত্তিক পানির প্রাপ্যতা (কাভারেজ) ৫২ শতাংশ থেকে ৮৪ শতাংশে উন্নীত করেছে। পানির কাভারেজ বৃদ্ধিতে পানি উৎপাদক নলকূপের সংখ্যা ৫৬টি থেকে ১১০টি করা হয়েছে। সঙ্গে পানির পাইপলাইন ৫৫০ কিলোমিটার থেকে ৭১২ কিলোমিটারে উন্নীত করা হয়েছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি দৈনিক ১৩ দশমিক ৫ কোটি লিটার পানির চাহিদার বিপরীতে দৈনিক ৯ দশমিক ৯ কোটি লিটার পানি উৎপাদন করছে। উৎপাদিত পানির ৯০ শতাংশ ভূ-গর্ভস্থ পানি।

২০২১ সালে রাজশাহী ওয়াসা চীনের একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে 'রাজশাহী মহানগরীতে ভূ-উপরিস্থ পানি শোধনাগার নির্মাণ' শীর্ষক ৪ বছর মেয়াদি একটি মেগা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। চুক্তির শর্তানুযায়ী প্রকল্প বাবদ চীন সরকারের থেকে প্রাপ্ত ঋণ রাজশাহী ওয়াসাকে পানি অভিকর বাবদ প্রাপ্ত আয় থেকেই পরিশোধ করা হবে। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ১০০ শতাংশ ভূ-উপরিস্থিত পানি (উৎস পদ্মা নদী) ব্যবহার করে নগরবাসী ও পার্শ্ববর্তী পৌরসভাগুলোর জন্য আয়রন ও ম্যাঙ্গানিজমুক্ত নিরাপদ ও সুপেয় পানির কাভারেজ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এ ছাড়া রাজশাহী ওয়াসা সুষ্ঠু পানি ব্যবস্থাপনা ও উন্নত কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণের জন্য 'রাজশাহী ওয়াসা ভবন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ২০১৫ সালে এ প্রকল্পের খসড়া সম্পন্ন করা হয়। পরের বছর চীন ও বাংলাদেশের মধ্যে এ নিয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়। রাজশাহী সিটি মেয়র এএইচএম খায়রুজ্জামান লিটন দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা চালিয়ে আসছিলেন। অবশেষে চীনের এক্সিম ব্যাংকের অর্থায়নে এ পানি শোধনাগার নির্মাণ করবে রাজশাহী ওয়াসা। সেটি স্থাপন করা হবে রাজশাহী নগরী থেকে প্রায় ২৬ দশমিক ৫ কিলোমিটার দূরে গোদাগাড়ী উপজেলার সারেংপুরে। সেখান থেকে পাইপের মাধ্যমে পানি এনে নগরী ও এর আশপাশের এলাকায় সরবরাহ করা হবে।

প্রথম পাতা

মিষ্টির জগতে আরও এক ধাপ এগিয়ে, নতুন নামে
বেলীফুল
অভিজাত মিষ্টি বিপনী
ধন্যবাদান্তে : শ্রী প্রদীপ কুমার ঘোষ
প্রথম শাখা : আল হাসিব প্লাজা, গণকপাড়া, রাজশাহী। ফোন: ৭৭৩০৬৬
দ্বিতীয় শাখা : গ্রেটার রোড, গোরহাঙ্গা, রাজশাহী। ফোন: ৮১২১৬৫
তৃতীয় শাখা : রেল মার্কেট, দোকান নং-২২/২৩, রেলগেট, রাজশাহী। ফোন: ৭৭৩৬৬০

রাজশাহীর সর্বাধিক প্রচারিত
দৈনিক
সোনালী সংবাদ
www.sonalisangbad.com

SARKAR FILLING STATION
কষ্টা...
জ্বালানি...
সঠিক মান ও সঠিক ...
এখানে অকটেন, পেট্রোল...
লুব্রিকেন্ট নির্ধারি...
গাড়ী ধোয়া ও র...
সরকার ফিলিং...
বাইপাস রোড, বড়বনগ্রাম, নওদাপা...
e-mail:sfs@sarkargroup.a...
web:www.sarkargroup.asi...

রেজি: নং-রাজ ১২৫ ॥ ২৮ বর্ষ, ১৬২ সংখ্যা ॥ রাজশাহী সোমবার ॥ ১১ শ্রাবণ ১৪২৮ ॥ ১৫ জিলহজ ১৪৪২ ॥ ২৬ জুলাই ২০২১ ॥ পৃষ্ঠা ৪ মূল্য ৩ টাকা

সঙ্কট উত্তরণে 'রাজশাহী ওয়াসার ভূ-উপরিস্থ পানি শোধনাগার' প্রকল্প

স্টাফ রিপোর্টার: প্রতিবছরই বাড়ছে গ্রাহক। ভূ-গর্ভস্থ পানির উপরে নির্ভরশীল ওয়াসা। গ্রাহকদের নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহ চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে ওয়াসার। তার ওপরে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে পানিতে আয়রনসহ কিছু ক্ষতিকর পদার্থ। একদিকে পানি বিশুদ্ধ করা সম্ভব হচ্ছে না। অন্যদিকে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর ক্রমান্বয়ে নামছে তলানিতে। এমন উভয় সঙ্কট থেকে মুক্তি পেতে ভূ-উপরিস্থ পানি শোধনের পথে হাঁটছে ওয়াসা। এজন্য পেয়েছে চার হাজার ১৫০ কোটি টাকার 'রাজশাহী ওয়াসা ভূ-উপরিস্থ পানি শোধনাগার' শীর্ষক প্রকল্প। এ প্রকল্পের আওতায় পদ্মার পানি বিশুদ্ধ করে পাইপ লাইনের মাধ্যমে সরবরাহ করা হবে নগরী ছাড়াও জেলার গোদাগাড়ী, কাটাখালী এবং নওহাটা পৌরসভায়। ফলে আয়রন ও কেমিক্যালমুক্ত নিরাপদ পানি পাবে ওয়াসার গ্রাহক। বিষয়টি নিশ্চিত করে রাজশাহী ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ৩- পাতায়, ৩ কলাম

সঙ্কট উত্তরণে রাজশাহী ওয়াসার

জাকীর হোসেন জানান, গত বছরের ১১ সেপ্টেম্বর এই প্রকল্পের উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) অনুমোদন হয়। পরে একনেকেও প্রকল্পটি পাস হয়। প্রকল্পের কাজ শেষ হলে রাজশাহীর পানির সমস্যা আর থাকবে না। পাশাপাশি ভূ-উপরিস্থ পানি শোধন করে পানযোগ্য করে তোলার কারণে ভূ-গর্ভস্থ পানির ওপরেও চাপ কমবে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, রাজশাহী সিটি করপোরেশন এলাকার জন্য ২০১০ সালের ১ আগস্ট ওয়াসা প্রতিষ্ঠিত হয়। পরের বছরের ১০ মার্চ থেকে রাজশাহী ওয়াসার কার্যক্রম চালু করে। তখন নগরীর ৩০টি ওয়ার্ডের ১০৪ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় ৫৬টি গভীর নলকূপের মাধ্যমে পানি সরবরাহ করেছিল ওয়াসা। বর্তমানে ওয়াসা জনসংখ্যাভিত্তিক পানির প্রাপ্যতা (কাভারেজ) ৫২ শতাংশ থেকে ৮৪ শতাংশে উন্নীত করেছে। পানির কাভারেজ বৃদ্ধিতে পানি উৎপাদক নলকূপের সংখ্যা ৫৬টি থেকে ১১০টি করা হয়েছে। সঙ্গে পানির পাইপ লাইন ৫৫০ কিলোমিটার থেকে ৭১২ কিলোমিটারে উন্নীত করা হয়েছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি দৈনিক ১৩ দশমিক ৫ কোটি লিটার পানির চাহিদার বিপরীতে দৈনিক ৯ দশমিক ৯ কোটি লিটার পানি উৎপাদন করছে। উৎপাদিত পানির ৯০ শতাংশ ভূ-গর্ভস্থ পানি। ২০২১ সালের মার্চে সার্বিক বিবেচনায় রাজশাহী ওয়াসা চীনের একটি প্রতিষ্ঠানের সাথে 'রাজশাহী মহানগরীতে ভূ-উপরিস্থ পানি শোধনাগার নির্মাণ' শীর্ষক ৪ বছর মেয়াদি একটি মেগা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। চুক্তির শর্তানুযায়ী প্রকল্প বাবদ চীন সরকারের থেকে প্রাপ্ত ঋণ রাজশাহী ওয়াসাকে পানি অভিকর বাবদ প্রাপ্ত আয় থেকেই পরিশোধ করা হবে। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ১০০ শতাংশ ভূ-উপরিস্থিত পানি ব্যবহার করে নগরবাসী ও পার্শ্ববর্তী পৌরসভাগুলির জন্য আয়রন ও ম্যাঙ্গানিজমুক্ত নিরাপদ ও সুপেয় পানির কাভারেজ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এছাড়া রাজশাহী ওয়াসা সুষ্ঠু পানি ব্যবস্থাপনা ও উন্নত কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণের জন্য 'রাজশাহী ওয়াসা ভবন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

নগরবাসীকে সুপেয় ভূ-উপরিস্থ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে 'রাজশাহী ওয়াসা'র সক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। ঢাকা ওয়াসা, খুলনা ওয়াসা ও চট্টগ্রাম ওয়াসার পানির অভিকরের তুলনায় রাজশাহী ওয়াসার পানি অভিকর অনেক কম। রাজশাহী ওয়াসার সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অন্যান্য ওয়াসার পানি অভিকরের সাথে সামঞ্জস্য রেখে রাজশাহী ওয়াসার পানি অভিকর বৃদ্ধি করা সমীচীন।

সূত্রটি আরও জানায়, ২০১৫ সালে এ প্রকল্পের খসড়া সম্পন্ন করা হয়। পরের বছর চীন ও বাংলাদেশের মধ্যে এ নিয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়। অবশেষে চীনের এক্সিম ব্যাংকের অর্থায়নে এ পানি শোধনাগার নির্মাণ করবে রাজশাহী ওয়াসা। সেটি স্থাপন করা হবে রাজশাহী নগরী থেকে প্রায় ২৬ দশমিক ৫ কিলোমিটার দূরে গোদাগাড়ী উপজেলার সারেংপুরে। সেখান থেকে পাইপের মাধ্যমে পানি এনে নগরী ও এর আশপাশের এলাকায় সরবরাহ করা হবে।

ওয়াসার এমডি জাকীর হোসেন আরও জানান, প্রকল্পের টাকা দিয়ে শোধনাগার স্থাপন ছাড়াও ভূমি অধিগ্রহণ এবং নতুন পাইপলাইন বসানো হবে। পুরনো পাইপলাইনগুলোও নতুন করে স্থাপন করা হবে। প্রকল্পের পুরো কাজ শেষ হতে সময় লাগবে প্রায় চার বছর। এরপর নগরীতে আর পানির কোনো সংকট থাকবে না।

সুস্থ ভাবনার সাহসী দৈনিক

রাজশাহী সংবাদ

www.rajshahisangbad.com

সোমবার

বর্ষ ০৪ ● সংখ্যা ১৪৯ ● ২৬ জুলাই ২০২১
১১ শ্রাবণ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
১৫ জিলহজ ১৪৪২ হিজরী
পৃষ্ঠা ৪ ● মূল্য ৩ টাকা
rajshahisangbad@gmail.com

শীর্ষ সংবাদমাধ্যমের সাইটে পর্নোগ্রাফি

বন্ধ হয়ে যাওয়া ভিডিও হোস্টিং সাইটের মালিকানা হাতবদলের জেরে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়েছে ওয়াশিংটন পোস্ট, নিউ ইয়র্ক ম্যাগাজিন ও হাফিংটন পোস্ট-এর মতো শীর্ষস্থানীয় সংবাদমাধ্যমের সাইটগুলো। এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

ভ্যাকসিন নিয়েও কোয়ারেন্টিন কেন: রবি শাস্ত্রী

করোনা থেকে রেহাই পেতে নির্দিষ্ট সময় পর দুইটি ভ্যাকসিন নিতে হচ্ছে। এই ভ্যাকসিন নেওয়া ব্যক্তিরা বাস্তবে ভ্যাকসিন না নেওয়াদের থেকে অনেক বেশি সুরক্ষিত থাকছে। করোনা পরিস্থিতির জন্য ক্রীড়াবিদদের এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

টিকা নিয়ে উপহাস করা ব্যক্তির করোনায় মৃত্যু

করোনাভাইরাসের ভ্যাকসিন নিয়ে উপহাস করা যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের এক ব্যক্তি সম্প্রতি এই ভাইরাসের সংক্রমণে মারা গেছেন। স্টিফেন হারমন (৩৪) নামের ওই ব্যক্তি লস অ্যাঞ্জেলসের একটি এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

করোনা সেরে ওঠার পর শ্বাসকষ্ট?

করোনা থেকে সুস্থ হওয়ার পরও অনেকের শরীরেই থেকে যাচ্ছে অনেক শরীরিক সমস্যা। কারো ক্ষেত্রে তিন সপ্তাহ তো কারো ক্ষেত্রে তিন মাস পর্যন্ত ভোগাচ্ছে করোনা। বেশির ভাগ করোনা রোগীর ক্ষেত্রেই দেখা এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

উৎপাদন খরচ ৮.৯০টাকা, বিক্রি ২.২৭ টাকায়

■ নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজশাহী শহরে পানি সরবরাহ কার্যক্রমকে ঢেলে সাজানোর কাজ শুরু করেছে রাজশাহী ওয়াসা। বাড়িবাড়ি খাবার উপযোগি পানি সরবরাহের কার্যক্রমও শুরু হয়েছে। পানি সরবরাহের পাইপ লাইনগুলো সংস্কার করা হচ্ছে। এসব কার্যক্রম শেষ হলে নগরবাসীর বিশুদ্ধ পানির চাহিদা পুরণ হবে। এদিকে, ওয়াসা কর্তৃপক্ষ বলছেন, রাজশাহীতে পানির বিল তুলনামূলক অনেক কম ধরা হয়। পানি উত্তোলন করতে তাদের যে খরচ হয় তার থেকে অনেক কম দামে তা সরবরাহ দেয়া হচ্ছে। প্রতি হাজার লিটার পানি উত্তোলন, পরিশোধন ও সরবরাহ করতে তাদের খরচ পড়ে ৮ টাকা ৯০ পয়সা। কিন্তু এই পানি তারা সরবরাহ করে বিল পাচ্ছে মাত্র ২ টাকা ২৭ পয়সা। পানি সরবরাহ কার্যক্রমনের গতি ঠিক রাখতে এবং সেবার মান বৃদ্ধি করতে হলে পানির বিল বাড়ানো হতে পারে বলে জানান সংশ্লিষ্টরা। সংশ্লিষ্ট সূত্র বলছে, খুব শিগগিরই পানির বিল বাড়ানো হতে পারে।

রাজশাহী ওয়াসার তথ্য মতে, রাজশাহী নগরবাসীর মধ্যে আগে সিটি কর্পোরেশনের পানি শাখার মাধ্যমেই পানি সরবরাহ দেওয়া হতো। ২০১০ সালের ১ আগস্ট মাসে প্রতিষ্ঠা হয় রাজশাহী

রাজশাহী ওয়াসা

পানি সরবরাহ কার্যক্রমের গতি ঠিক রাখতে এবং সেবার মান বৃদ্ধি করতে পানির বিল বাড়ানো হতে পারে

ওয়াসা। এর পর থেকে ওয়াসাই রাজশাহী শহরে পানি সরবরাহ করে থাকে। ১০৩টি গভীর নলকূপে পানি উত্তোলন করে পাইপলাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ করা হয়ে থাকে। এসব নলকূপে প্রতিদিন সাড়ে ৯ কোটি লিটার পানি উত্তোলন করা হয়। এই পানি সরবরাহে শহরে প্রায় ৭১২ কিলোমিটার পাইপলাইন রয়েছে।

ওয়াসা কর্তৃপক্ষ ২০১৫ সালে পদ্মা নদীর পানি শোধন করে বিশুদ্ধ পানি বাড়ি বাড়ি সরবরাহের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ওই বছরই এই প্রকল্পের ফসড়া সম্পন্ন করা হয়। ২০১৮ সালের ১১ অক্টোবর জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) সভায় অনুমোদন লাভ করে। প্রকল্পটির মাধ্যমে নদীর পানি শোধন করে পানের উপযোগী করা হবে। ওয়াসার এই পানি শোধনাগার নির্মাণে আর্থিক সহায়তা দেবে চীনের হুনান কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রুপ কোম্পানি লিমিটেড। গত ২০২০ সালে ২১ মার্চ রাজশাহী ওয়াসা ও চীনের হুনান কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রুপ কোম্পানি লিমিটেডের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে প্রতিদিন ২০ কোটি লিটার বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা যাবে। প্রকল্পের খরচ ধরা হয়েছে ৪ হাজার ৬২ কোটি টাকা। এর মধ্যে ২ এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

উৎপাদন খরচ

প্রথম পাতার পর

হাজার ৭০০ কোটি টাকা ঋণ দেবে চীনের এক্সিম ব্যাংক। রাজশাহী শহর থেকে প্রায় ২৬ কিলোমিটার দুরে গোদাগাড়ী উপজেলার সারাংপুরে তাদের প্রকল্পটি স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। এরই মধ্যে সেখানে ৫২ একর জমি অধিগ্রহণের কাজ শেষ হয়েছে। প্রায় ৯৮ কোটি টাকা খরচ হয়েছে জমি অধিগ্রহণে।

রাজশাহী ওয়াসার প্রধান প্রকৌশলী পারভেজ মামুদ বলেন, গোদাগাড়ীর সারাংপুরে নদীর পানি শোধন করে সেখান থেকে পাইপলাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ দেওয়া হবে। রাজশাহী শহরে ওয়াসার যে পাইপলাইন নেটওয়ার্ক, সেই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তা নগরীর বাড়ি বাড়ি সরবরাহ করা হবে। এই পানি সরবরাহের জন্য পাইপলাইন নেটওয়ার্কেরও কিছু সংস্কার করা হবে। বিশুদ্ধ পানি বাড়িতে পৌছা পর্যন্ত যাতে খাওয়ার উপযোগী থাকে, সে জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রকল্পের কাজ হতে সময় লাগবে প্রায় চার বছর। কাজ শেষ হলে রাজশাহী শহরে শতভাগ পানির চাহিদা পূরণ করা হবে। তিনি বলেন, আমাদের বর্তমানে প্রতি হাজার লিটার পানি উৎপাদন খরচ ৮ টাকা ৯০ পয়সা করে পড়ে। পদ্মা নদীর পানি শোধন করে তা সরবরাহ করতে খরচ আরও বাড়বে। আমরা এখন প্রতি হাজার লিটার পানি বাবদ গ্রাহক থেকে ২টাকা ২৭ পয়সা করে পায়। এটি বাড়াতে হবে। তা না হলে সেবার মান বাড়ানো সম্ভব নয়। প্রধান প্রকৌশলী বলেন, এখন ঢাকায় প্রতি হাজার লিটার পানির বিল ধরা হয় আবাসিকে ১৪ টাকা ৪৬ পয়সা। আর বাণিজ্যিক রেট ৪০টাকা। চট্টগ্রামে আবাসিক ১২ টাকা ৪০ পয়সা এবং বাণিজ্যিক রেট ৩০ টাকা ৩০ পয়সা। আমাদের এখানে সেই অনুপাতিক হারে না হলেও অন্তত কিছুটা বাড়াতে হবে। যদিও মহামারী করোনা চলছে। এটি কাটিয়ে উঠলে আমরা কিছুটা পানির বিল বাড়াবো। বিল বাড়াতে পারলে আমরা সেবার মান আরো ভালো দিতে পারবো।

প্রধান প্রকৌশলী বলেন, ৪৮ কিলোমিটার পাইপলাইনের মাধ্যমে রাজশাহী মহানগরীর পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী তিনটি পৌরসভায় সরবরাহ করা হবে বিশুদ্ধ খাবার পানি। সে লক্ষ্যে বাংলাদেশের সঙ্গে চীনের একটি কোম্পানির চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই শোধনাগারে দৈনিক ২০ কোটি লিটার পানি পরিশোধন হবে। এই পানি শোধনের জন্য বাড়তি খরচ হবে। এজন্য আমাদের কিছুটা পনির বিল বাড়ানোর প্রয়োজন হবে। এটি মেনে নিয়ে জনগনকে আমাদের সাথেই থাকতে হবে। তবেই আমরা নিরবিচ্ছিন্ন ও ভালো মানের পানি সেবা দিতে পারবো। এদিকে, ওয়াসার একটি সূত্র বলছে, রাজশাহীবাসীকে ভালো সার্ভিস দিতে ওয়াসার ক্রমাগত সার্ভিসের জন্য দাম কিছুটা বাড়ানো দরকার।

২৬ জুলাই ২০২১, ১১ শ্রাবণ ১৪২৮, ১৫ জিলহজ ১৪৪২, রাজশাহী, বর্ষ ৪৭, সংখ্যা ৫৪ নিবন্ধন নম্বর রাজ-৬৯

যা ঘটে তা তুলে ধরার প্রচেষ্টা প্রতিদিন ৪ টাকায় ৪ পৃষ্ঠা

সোমবার

সোনার দেশ

www.dailysonardesh.com

নিরাপদ পানি সরবরাহে 'রাজশাহী ওয়াসা'

● নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রতিবছরই বাড়ছে গ্রাহক। ভূ-গর্ভস্থ পানির উপরে নির্ভরশীল ওয়াসা। গ্রাহকদের নিরাপদ-সুপেয় পানি সরবরাহ চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে ওয়াসার। তার উপরে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে পানিতে আয়রনসহ কিছু ক্ষতিকর পদার্থ। একদিকে পানি বিশুদ্ধ করা সম্ভব হচ্ছে না। অন্যদিকে, ভূ-গর্ভস্থ পানির ক্রমায়নে তলানীতে নামছে। এমন উভয় সঙ্কট থেকে মুক্তি পেতে ভূ-উপরস্থ পানি শোধনের পথে হাঁটছে ওয়াসা। সেই লক্ষ্যে পেয়েছে চার হাজার ১৫০ কোটি টাকার 'রাজশাহী ওয়াসা ভূ-উপরিস্থ পানি শোধনাগার' শীর্ষক প্রকল্প। এ প্রকল্পের আওতায় পদ্মার পানি বিশুদ্ধ করে পাইপ লাইনের মাধ্যমে সরবরাহ করা হবে নগরী ছাড়াও জেলার গোদাগাড়ী, কাটাখালি এবং নওহাটা পৌরসভায়। ফলে আয়রন ও কেমিক্যালমুক্ত নিরাপদ পানি পাবে ওয়াসার লাখ লাখ গ্রাহক। বিষয়টি নিশ্চিত

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

নিরাপদ পানির

প্রথম পৃষ্ঠার পর

করে রাজশাহী ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) জাকীর হোসেন জানান, 'গত বছরের ১১ সেপ্টেম্বর এই প্রকল্পের উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) অনুমোদন হয়। পরে একনেকেও প্রকল্পটি পাস হয়। প্রকল্পের কাজ শেষ হলে রাজশাহীর পানির সমস্যা আর থাকবে না। পাশাপাশি ভূ-উপরস্থ পানি শোধন করে পানযোগ্য করে তোলার কারণে ভূ-গর্ভস্থ পানির ওপরেও চাপ কমবে।'

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, রাজশাহী সিটি করপোরেশনভূক্ত এলাকার জন্য ২০১০ সালের ১ আগস্ট ওয়াসা প্রতিষ্ঠিত হয়। পরের বছরের ১০ মার্চ থেকে রাজশাহী ওয়াসার কার্যক্রম চালু করে। তখন নগরীর ৩০ ওয়ার্ডের ১০৪ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় ৫৬টি গভীর নলকূপের মাধ্যমে পানি সরবরাহ করেছিল ওয়াসা।

বর্তমানে ওয়াসা জনসংখ্যা ভিত্তিক পানির প্রাপ্যতা (কাভারেজ) ৫২ শতাংশ থেকে ৮৪ শতাংশে উন্নীত করেছে। পানির কাভারেজ বৃদ্ধিতে পানি উৎপাদক নলকূপের সংখ্যা ৫৬টি থেকে ১১০টি করা হয়েছে। সঙ্গে পানির পাইপ লাইন ৫৫০ কিলোমিটার থেকে ৭১২ কিলোমিটারে উন্নীত করা হয়েছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি দৈনিক ১৩ দশমিক ৫ কোটি লিটার পানির চাহিদার বিপরীতে দৈনিক ৯ দশমিক ৯ কোটি লিটার পানি উৎপাদন করছে। উৎপাদিত পানির ৯০ শতাংশ ভূ-গর্ভস্থ পানি।

২০২১ সালের মার্চে সার্বিক বিবেচনায় রাজশাহী ওয়াসা চীনের Hunan Construction Engineering Group Co. Ltd. এর সাথে 'রাজশাহী মহানগরীতে ভূ-উপরিস্থ পানি শোধনাগার নির্মাণ' শীর্ষক ৪ বছর মেয়াদি একটি মেগা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। চুক্তির শর্তানুযায়ী প্রকল্প বাবদ চীন সরকারের থেকে প্রাপ্ত ঋণ রাজশাহী ওয়াসাকে পানি অভিকর বাবদ প্রাপ্ত আয় থেকেই পরিশোধ করা হবে। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ১০০ শতাংশ ভূ-উপরিস্থিত পানি (উৎস. পদ্মা নদী) ব্যবহার করে নগরবাসী ও পার্শ্ববর্তী পৌরসভাগুলির জন্য আয়রণ ও ম্যাঙ্গানিজমুক্ত নিরাপদ ও সুপেয় পানির কাভারেজ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এছাড়া রাজশাহী ওয়াসা সুষ্ঠু পানি ব্যবস্থাপনা ও উন্নত কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণের জন্য 'রাজশাহী ওয়াসা ভবন নির্মাণ' শীষক প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

রাজশাহী ওয়াসার পানি অভিকর সারা দেশের মধ্যে সর্বনিম্ন, ঢাকা ওয়াসাতে যা প্রায় ৭-১০ গুণ বেশি যা থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে পানি উৎপাদন বাবদ বাৎসরিক বিদ্যুৎ ব্যয় মিটানোও সম্ভব হয় না। ফলে, নগরবাসীর জন্য নিরাপদ, বিশুদ্ধ ও টেকসই পানি সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে পানি অভিকর বৃদ্ধির বিকল্প নেই।

নগরবাসীকে সুপেয় ভূ-উপরিস্থ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে 'রাজশাহী ওয়াসা'র সক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। ঢাকা ওয়াসা, খুলনা ওয়াসা ও চট্টগ্রাম ওয়াসার পানির অভিকরের তুলনায় রাজশাহী ওয়াসার পানি অভিকর অনেক কম। রাজশাহী ওয়াসার সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অন্যান্য ওয়াসার পানি অভিকরের সাথে সামঞ্জস্য রেখে রাজশাহী ওয়াসার পানি অভিকর বৃদ্ধি করা সমীচীন।

সূত্রটি আরো জানায়, ২০১৫ সালে এ প্রকল্পের খসড়া সম্পন্ন করা হয়। পরের বছর চীন ও বাংলাদেশের মধ্যে এ নিয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়। রাজশাহী সিটি মেয়র এএইচএম খায়রুজ্জামান লিটন দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা চালিয়ে আসছিলেন। অবশেষে চীনের এক্সিম ব্যাংকের অর্থায়নে এ পানি শোধনাগার নির্মাণ করবে রাজশাহী ওয়াসা। সেটি স্থাপন করা হবে রাজশাহী নগরী থেকে প্রায় ২৬ দশমিক ৫ কিলোমিটার দূরে গোদাগাড়ী উপজেলার সারেংপুরে। সেখান থেকে পাইপের মাধ্যমে পানি এনে নগরী ও এর আশপাশের এলাকায় সরবরাহ করা হবে। ওয়াসার এমডি জাকীর হোসেন আরো জানান, প্রকল্পের টাকা দিয়ে শোধনাগার স্থাপন ছাড়াও ভূমি অধিগ্রহণ এবং নতুন পাইপলাইন বসানো হবে। পুরনো পাইপলাইনগুলোও নতুন করে স্থাপন করা হবে। প্রকল্পের পুরো কাজ শেষ হতে সময় লাগবে প্রায় চার বছর। এরপর নগরীতে আর পানির কোনো সংকট থাকবে না।

প্রথম পাতা

সোমবার

করোনা আপডেট

বিশ্ব
মোট আক্রান্ত ১৯৪,৬১৬,৫২১
মোট মৃত্যু ৪,১৭১,৯৮৩
বাংলাদেশ
মোট আক্রান্ত ১১,৬৪,৬৩৫
মোট মৃত্যু ১৯,২৭৪
রাজশাহী বিভাগ
মোট আক্রান্ত ৭৮২৯৫
মোট মৃত্যু ১২৩৩

উত্তরাঞ্চলের সর্বাধিক প্রচারিত
দৈনিক সানশাইন
www.dailysunshine.com.bd ভালো কাজে, সবার সাথে fb.com/thedailysunshine
রেজি নং- রাজ-৬৭ ● ৩৪তম বর্ষ ● ২৪ সংখ্যা ● ৪ পৃষ্ঠা ● ১১ শ্রাবণ ১৪২৮ ● ১৫ জিলহজ্ব ১৪৪২ ● ২৬ জুলাই ২০২১ ● মূল্য ৩ টাকা

বিনোদন প্রতিদিন

মুসকান জুবেরী রূপে অন্যরকম এক বাঁধন

পড়ুন ২ এর পাতায়

নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহ করবে রাজশাহী ওয়াসা

স্টাফ রিপোর্টার: নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহে মহাপরিকল্পনায় এগুচ্ছে রাজশাহী ওয়াসা। পরিকল্পনা ও প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে ভূ-উপরিস্থিত পানি ব্যবহারে রাজশাহী নগরীতে নিরাপদ ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহে সক্ষম হবে রাজশাহী ওয়াসা। এরই জন্য রাজশাহী ওয়াসা চীনের কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রুপ কোম্পানী লিমিটেডের সাথে একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

রাজশাহী নগরীসহ এ অঞ্চলে প্রতিনিয়ত ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নীচে নামছে। সাধারণ হাতকলগুলো অনেক আগেই অকেজো হয়ে পড়েছে। এমনকি ডিপ সিলিন্ডার নলকূপগুলোতে পানি পাওয়া যাচ্ছে না। তাই সময়ের দাবিতেই বিকল্প উপায়ের প্রয়োজন পড়েছে। প্রেক্ষিতে মহানগরবাসীর সামগ্রিক জীবনমান উন্নতকরণে ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর চাপ কমিয়ে টেকসই পানি সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে রাজশাহী ওয়াসা চলতি বছরের মার্চ মাসে চীনের কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রুপ কোম্পানী লিমিটেডের সাথে "রাজশাহী মহানগরীতে ভূ-উপরিস্থ পানি শোধনাগার নির্মাণ" শীর্ষক ৪ বছর মেয়াদি এক

(২ এর পাতায় ৮ এর কলামে দেখুন)

নিরাপদ ও সুপেয় পানি

প্রকল্প গ্রহণ করেছে। প্রকল্পের মূল্যমান ধরা হয়েছে প্রায় চার হাজার কোটি টাকা।

এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে শতভাগ ভূ-উপরিস্থিত পানি (উৎসঃ পদ্মা নদী, গোদাগাড়ি) ব্যবহার করে রাজশাহী মহানগরবাসীর জন্য নিরাপদ ও সুপেয় পানির শতভাগ সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এতে রাজশাহীকে গ্রিণ সিটি হিসেবে গড়ে তোলার কার্যক্রম ত্বরানিত হবে।

চুক্তির শর্তানুযায়ী প্রকল্প বাবদ চীন সরকার হতে প্রাপ্ত ঋণ রাজশাহী ওয়াসা তথা রাজশাহীবাসীকে পানি অভিকর বাবদ প্রাপ্ত আয় থেকেই পরিশোধ করতে হবে। এতে গ্রাহকদের পানি সেবার জন্য একটু বেশী মূল্য পরিশোধ করতেও হবে। জানা যায়, রাজশাহী ওয়াসার পানি অভিকর সারা দেশের মধ্যে প্রায় সর্বনিম্ন। যা ঢাকা ওয়াসার চেয়ে প্রায় ৭-১০ ভাগ কম। রাজশাহী ওয়াসার পানি অভিকর থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে পানি উৎপাদন বাবদ বাৎসরিক বিদ্যুৎ ব্যয় মিটানোও সম্ভব হয় না। ফলে, রাজশাহী মহানগরবাসীর জন্য নিরাপদ, বিশুদ্ধ ও টেকসই পানি সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে পানি অভিকর বৃদ্ধি জরুরী।

রাজশাহী নগরবাসীর সুপেয় পানি নিশ্চিত করতে প্রায় চার হাজার কোটি টাকার প্রকল্প হাতে নিয়েছে রাজশাহী পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ওয়াসা)। এজন্য জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) সভায় প্রকল্পটি অনুমোদনও দেয়া হয়েছে।

বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য চার হাজার ১৫০ কোটি টাকার 'রাজশাহী ওয়াসা ভূ-উপরিস্থ পানি শোধনাগার' শীর্ষক এই প্রকল্পটি একনেকে পাস হয়। এ প্রকল্পের আওতায় পদ্মার পানি বিশুদ্ধ করে পাইপ লাইনের মাধ্যমে রাজশাহী নগরীতে সরবরাহ করা হবে। এছাড়াও জেলার গোদাগাড়ী, কাটাখালি এবং নওহাটা পৌরসভার বিপুল সংখ্যক মানুষ পাবেন আয়রন ও কেমিক্যালমুক্ত নিরাপদ পানি।

রাজশাহী ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) সুলতান আবদুল হামিদ জানান, 'গত বছরের ১১ সেপ্টেম্বর এই প্রকল্পের উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) অনুমোদন হয়। পরে একনেকেও প্রকল্পটি পাস হলো।' তিনি আরও বলেন, 'প্রকল্পের কাজ শেষ হলে রাজশাহীর পানির সমস্যা আর থাকবে না। পাশাপাশি ভূ-উপরস্থ পানি শোধন করে পানযোগ্য করে তোলার কারণে ভূ-গর্ভস্থ পানির ওপরেও চাপ কমবে।'

এদিকে ওয়াসা সূত্রে জানা যায়, ২০১৫ সালে এ প্রকল্পের খসড়া সম্পন্ন করা হয়। পরের বছর চীন ও বাংলাদেশের মধ্যে এ নিয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়। নানা কারণে প্রকল্পটি আর এগোয়নি। তবে প্রকল্পটি দ্রুত পাস করতে রাজশাহী সিটি মেয়র এএইচএম খায়রুজ্জামান লিটন ও রাজশাহী সদর আসনের সংসদ সদস্য ফজলে হোসেন বাদশা এবং দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা চালিয়ে আসছিলেন। অবশেষে প্রকল্পটি আলোর মুখ দেখেছে।

চীনের একটি ব্যাংকের অর্থায়নে এ পানি শোধনাগার নির্মাণ করবে রাজশাহী ওয়াসা। সেটি স্থাপন করা হবে রাজশাহী নগরী থেকে প্রায় ২৬ দশমিক ৫ কিলোমিটার দূরে গোদাগাড়ী উপজেলার সারেংপুরে। সেখান থেকে পাইপের মাধ্যমে পানি এনে নগরী ও এর আশপাশের এলাকায় সরবরাহ করা হবে।

বর্তমানে রাজশাহী ওয়াসার পানির পুরোটিই এখন ভূ-গর্ভস্থ। তাই পানির স্তরের কারণে পানিতে আয়রনসহ কিছু ক্ষতিকর পদার্থ রয়েছে। এগুলো কোনোভাবেই বিশুদ্ধ করা যাচ্ছে না। তাই ভূ-গর্ভস্থ পানি ছেড়ে উপরস্থ পানি শোধন করে নগরবাসীকে সরবরাহ করতে প্রকল্পটি হাতে নিয়েছিল ওয়াসা। তাছাড়া রাজশাহী অঞ্চলে প্রতিনিয়ত পানির স্তর নিচে নামছে। পদ্মা নদী থেকে পানি সংগ্রহ করে বিশুদ্ধ করা হলে ভূ-গর্ভস্থ পানির ওপর চাপ কমবে। এসব বিবেচনায় প্রকল্পটি সবার কাছেই বেশ গুরুত্ব পেয়েছে।

ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) জানান, প্রকল্পের টাকা দিয়ে শোধনাগার স্থাপন ছাড়াও ভূমি অধিগ্রহণ এবং নতুন পাইপলাইন বসানো হবে। পুরনো পাইপলাইনগুলোও নতুন করে স্থাপন করা হবে। নির্মাণ করা হবে নতুন একটি দশতলা ভবনও। প্রকল্পের পুরো কাজ শেষ হতে সময় লাগবে প্রায় চার বছর। এরপর নগরীতে আর পানির কোনো সংকট থাকবে না। রাজশাহী সিটি করপোরেশনভূক্ত এলাকার জন্য ২০১০ সালের ১ আগস্ট ওয়াসা প্রতিষ্ঠিত হয়। পরের বছরের ১০ মার্চ থেকে রাজশাহী ওয়াসার কার্যক্রম চলছে। এখন নগরীর ৩০ ওয়ার্ডের ১০৪ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় ৭৬টি গভীর নলকূপের মাধ্যমে পানি সরবরাহ করে ওয়াসা। সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকার প্রকল্পের কাজ শেষে পুরো নগরীর মানুষ ওয়াসার পানির সুবিধা পাবেন। শেষে রাজশাহী মহানগরীর পানি সরবরাহ ব্যবস্থা তথা জীবনমানের বৃহত্তর উন্নয়নের স্বার্থে রাজশাহী ওয়াসা সম্মানিত গ্রাহকদের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছে।

ENA PROPERTIES

দৈনিক
আমাদের রাজশাহী
The Daily Amader Rajshahi

amaderrajshahibd.com
অনলাইন ভার্সন দেখুন, পড়ুন ও মতামত দিন।
ই-মেইল : amaderrajshahi20@gmail.com

রাজশাহী সোমবার ॥ ২৬ জুলাই ২০২১ ॥ ১১ শ্রাবণ ১৪২৮ ॥ ১৫ জিলহজ্ব ১৪৪২ ॥ রেজিঃ নং রাজ ॥ ২৮৩ ॥ ১২তম বর্ষ ১০৮ সংখ্যা ॥ ৪ পৃষ্ঠা ॥ মূল্য ৩.০০ (তিন) টাকা

পানি শোধনাগারে রাজশাহী ওয়াসার চার হাজার ১৫০ কোটি টাকার প্রকল্প

▶স্টাফ রিপোর্টার

রাজশাহী ওয়াসা ভূ-উপরিস্থ পানি শোধনাগার শীর্ষক প্রকল্পে পেয়েছে চার হাজার ১৫০ কোটি টাকা। এ প্রকল্পের আওতায় পদ্মার পানি বিশুদ্ধ করে পাইপ লাইনের মাধ্যমে সরবরাহ করা হবে নগরী ছাড়াও জেলার গোদাগাড়ী, কাটাখালি এবং নওহাটা পৌরসভায়। ফলে আয়রন ও কেমিক্যালমুক্ত নিরাপদ পানি পাবে ওয়াসার লাখ লাখ গ্রাহক। বিষয়টি নিশ্চিত করে রাজশাহী ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক জাকীর হোসেন জানান, 'গত বছরের ১১ সেপ্টেম্বর এই প্রকল্পের উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) অনুমোদন হয়। পরে একনেকেও প্রকল্পটি পাস হয়। প্রকল্পের কাজ শেষ হলে রাজশাহীর পানির সমস্যা আর থাকবে না। পাশাপাশি ভূ-উপরস্থ পানি শোধন করে পানযোগ্য করে তোলার কারণে ভূ-গর্ভস্থ পানির ওপরেও চাপ কমবে।' সংশ্লিষ্টরা বলছেন, রাজশাহী সিটি করপোরেশনভূক্ত এলাকার জন্য

২০১০ সালের ১ আগস্ট ওয়াসা প্রতিষ্ঠিত হয়। পরের বছরের ১০ মার্চ থেকে রাজশাহী ওয়াসার কার্যক্রম চালু করে। তখন নগরীর ৩০ ওয়ার্ডের ১০৪ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় ৫৬টি গভীর নলকূপের মাধ্যমে পানি সরবরাহ করেছিল ওয়াসা। বর্তমানে ওয়াসা জনসংখ্যা ভিত্তিক পানির প্রাপ্যতা (কাভারেজ) ৫২ শতাংশ থেকে ৮৪ শতাংশে উন্নীত করেছে। পানির কাভারেজ বৃদ্ধিতে পানি উৎপাদক নলকূপের সংখ্যা ৫৬টি থেকে ১১০টি করা হয়েছে। সঙ্গে পানির পাইপ লাইন ৫৫০ কিলোমিটার থেকে ৭১২ কিলোমিটারে উন্নীত করা হয়েছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি দৈনিক ১৩ দশমিক ৫ কোটি লিটার পানির চাহিদার বিপরীতে দৈনিক ৯ দশমিক ৯ কোটি লিটার পানি উৎপাদন করছে। উৎপাদিত পানির ৯০ শতাংশ ভূ-গর্ভস্থ পানি। ২০২১ সালের মার্চে সার্বিক বিবেচনায় রাজশাহী ওয়াসা চীনের Hunan Construction Engineering

(বাকি অংশ-৩ এর পাতায় ১-এর কলাম দেখুন)

পানি শোধনাগারে রাজশাহী

Group Co. Ltd. এর সাথে 'রাজশাহী মহানগরীতে ভূ-উপরিস্থ পানি শোধনাগার নির্মাণ' শীর্ষক ৪ বছর মেয়াদি একটি মেগা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। চুক্তির শর্তানুযায়ী প্রকল্প বাবদ চীন সরকারের থেকে প্রাপ্ত ঋণ রাজশাহী ওয়াসাকে পানি অভিকর বাবদ প্রাপ্ত আয় থেকেই পরিশোধ করা হবে। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ১০০ শতাংশ ভূ-উপরিস্থিত পানি (উৎস, পদ্মা নদী) ব্যবহার করে নগরবাসী ও পার্শ্ববর্তী পৌরসভাগুলির জন্য আয়রণ ও ম্যাঙ্গানিজমুক্ত নিরাপদ ও সুপেয় পানির কাভারেজ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এছাড়া রাজশাহী ওয়াসা সুষ্ঠু পানি ব্যবস্থাপনা ও উন্নত কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণের জন্য 'রাজশাহী ওয়াসা ভবন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

রাজশাহী ওয়াসার পানি অভিকর সারা দেশের মধ্যে সর্বনিম্ন, ঢাকা ওয়াসাতে যা প্রায় ৭-১০ গুণ বেশি যা থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে পানি উৎপাদন বাবদ বাৎসরিক বিদ্যুৎ ব্যয় মিটানোও সম্ভব হয় না। ফলে, নগরবাসীর জন্য নিরাপদ, বিশুদ্ধ ও টেকসই পানি সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে পানি অভিকর বৃদ্ধির বিকল্প নেই। নগরবাসীকে সুপেয় ভূ-উপরিস্থ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে 'রাজশাহী ওয়াসা'র সক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। ঢাকা ওয়াসা, খুলনা ওয়াসা ও চট্টগ্রাম ওয়াসার পানির অভিকরের তুলনায় রাজশাহী ওয়াসার পানি অভিকর অনেক কম। রাজশাহী ওয়াসার সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অন্যান্য ওয়াসার পানি অভিকরের সাথে সামঞ্জস্য রেখে রাজশাহী ওয়াসার পানি অভিকর বৃদ্ধি করা সমীচীন।

সূত্রটি আরো জানায়, ২০১৫ সালে এ প্রকল্পের খসড়া সম্পন্ন করা হয়। পরের বছর চীন ও বাংলাদেশের মধ্যে এ নিয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়। রাজশাহী সিটি মেয়র এএইচএম খায়রুজ্জামান লিটন দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা চালিয়ে আসছিলেন। অবশেষে চীনের এক্সিম ব্যাংকের অর্থায়নে এ পানি শোধনাগার নির্মাণ করবে রাজশাহী ওয়াসা। সেটি স্থাপন করা হবে রাজশাহী নগরী থেকে প্রায় ২৬ দশমিক ৫ কিলোমিটার দূরে গোদাগাড়ী উপজেলার সারেংপুরে। সেখান থেকে পাইপের মাধ্যমে পানি এনে নগরী ও এর আশপাশের এলাকায় সরবরাহ করা হবে। ওয়াসার এমডি জাকীর হোসেন আরো জানান, প্রকল্পের টাকা দিয়ে শোধনাগার স্থাপন ছাড়াও ভূমি অধিগ্রহণ এবং নতুন পাইপলাইন বসানো হবে। পুরনো পাইপলাইনগুলোও নতুন করে স্থাপন করা হবে। প্রকল্পের পুরো কাজ শেষ হতে সময় লাগবে প্রায় চার বছর। এরপর নগরীতে আর পানির কোনো সংকট থাকবে না।

প্রতিবছরই বাড়ছে গ্রাহক। ভূ-গর্ভস্থ পানির উপরে নির্ভরশীল ওয়াসা। গ্রাহকদের নিরাপদ-সুপেয় পানি সরবরাহ চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে ওয়াসার। তার উপরে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে পানিতে আয়রনসহ কিছু ক্ষতিকর পদার্থ। একদিকে পানি বিশুদ্ধ করা সম্ভব হচ্ছে না। অন্যদিকে, ভূ-গর্ভস্থ পানির ক্রমায়নে তলানীতে নামছে। এমন উভয় সঙ্কট থেকে মুক্তি পেতে ভূ-উপরস্থ পানি শোধনের পথেই হাঁটছে ওয়াসা।